International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 26-31
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.26-31

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় গানে স্বদেশ চেতনা ও বর্তমান প্রেক্ষিত

ড. পার্থ সেনগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In his poem and songs Rabindranath Tagore inspired us to rise our consciousness about ourself. He told that we should help our country well when we should do our duty properly. Political freedom is not the actual freedom. We should live the proper freedom life when we will be mentally free. Till now we have not achieved that actual freedom. We are still far away from this actual freedom. So the song and poems of Rabindranath Tagore is till very much relevant to us.

Keywords: The writings of Rabindranath Tagore, especially his poem and songs on the freedom of the country is till very relevant. He told that the political freedom is not the actual freedom. Actual freedom comes.

তৎকালীন পরাধীনতার দিনগুলিতে যখন একের পর এক জাতীয়তাবাদী দলগুলি সভা সমিতিতে ব্যস্ত হয়ে আছে তখন রবীন্দ্রনাথ সেই সভা সমিতির আড়ম্বরে পূর্ণ উদযাপনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমরা সেই সভার কথা জানি যেখানে গান গাইতে গিয়ে বলেছিলেন,

আমায় বোলো না গাহিতে বলো না
একি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা (১)

সেই গানে তিনি বলেছিলেন, আমরা এখানে শুধু কথার উপরে কথা গেঁথে করতালি নিতে এসেছি। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না ।আলোচনার উপর আলোচনা। সেই আড়ম্বরপূর্ণ প্রাণহীন জাতীয়তাবাদী আলোচনায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমরা জানি সেদিনের সেই সভায় কবির এই সংযত প্রতিবাদ সকলের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। তাতে ভ্রুক্ষেপ করেননি তিনি।

পরাধীনতার দিন গুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন ভারতবর্ষকে মাতৃজ্ঞানে পূজার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম ধ্বনি সেদিন ভারতবাসীকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত মায়ের সঙ্গে তুলনা করে সেদিন ভারতবর্ষের মানুষ মায়ের শৃংখল মোচন করার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। আবেগের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই উদ্বেলতাকে খুব একটা প্রশংসার চোখে দেখেননি । যে কোন বিষয় নিয়ে মাতামাতি করা তার পছন্দের বাইরে ছিল।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই এই হুজুগের মাতামাতি কে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে। সন্দীপ যখন স্বদেশী আন্দোলনের নামে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছিল তখন নিখিলেশ সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। নিখিলেশ বলেছিল, গ্রামের দরিদ্র ব্যবসায়ী, যে তার স্বল্প পুঁজি নিয়ে সস্তায় সিল্কের কাপড়, বিদেশি কাপড় নিয়ে ব্যবসা করছে স্বদেশী আন্দোলনের নামে তার দ্রব্য সামগ্রী আগুনে নিক্ষেপ করলে দেশের কোনো উন্নতি সাধন করা হয় না। ইংরেজ সরকারও তাতে বিন্দু মাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ক্ষতিগ্রস্থ হয় ঐ দরিদ্র ব্যবসায়ী। নিখিলেশ বলেছিল, তার গ্রামে স্বদেশী আন্দোলন করার আগে ঐ দরিদ্র ব্যবসায়ীর বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা আগে করতে হবে। নইলে এই আন্দোলনকে কার্যকর করতে সে দেবে না। বাধা দেবে।

সন্দীপ গ্রামের মানুষ কে বুঝিয়েছিল, নিখিলেশ আসলে গোপনে ইংরেজের বন্ধু। সে স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী। তলায় তলায় সে আন্দোলন বন্ধ করতে চায়। নিখিলেশের প্রজারা নিখিলেশের ওপরে ক্ষেপে উঠেছিল সন্দীপের প্ররোচনায়। জমিদারের ওপরে প্রজাদের এই ক্ষেপে ওঠায় নিখিলেশ দুঃখ পেয়েছিল, মানসিক ভাবে আহত হয়েছিল। কিন্তু নিজের বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে দাঁড়ায় নি।

এই অপবাদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ওপরেও এসে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই মানসিকতাকে বুঝতে পারেননি সেকালে অনেকেই। অনেকেই একে ইংরেজ তোষণের অন্যতর রূপ বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই হুজুগের মাতামাতি কে আপত্তি জানিয়ে এসেছেন তার কারণ হুজুগ যখনই এসে বসে তখন হুজুগই অগোচরে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য তখন গৌণ হয়ে পড়ে। তখন মাতামাতিটাই বড়ো হয়ে ওঠে। সেই হুজুগ তখন অনেক অমঙ্গল ডেকে আনে। সর্বজনের মঙ্গল ইচ্ছা থেকে তখন আন্দোলন-প্রবাহ সরে আসে।

দেশের উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তির উন্নতি, চরিত্রের উন্নতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, এমনটাই মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য দেশের মানুষ ইংরেজ সরকার এর কাছে দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করে আসছিল। অভিযোগ জানিয়ে আসছিল সরকার সেই আবেদনে সাড়া দেয় না বলে। রবীন্দ্রনাথ এই আবেদন নিবেদনের জগৎ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বললেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী , আমাদের কাজ হবে সরকারের কাছে না গিয়ে সর্বতো ভাবে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করা। ইংরেজ সরকারকে কোনরকম অসহযোগিতা বা সহযোগিতা কোনো পথেই না গিয়ে সর্বতোভাবে বর্জন করাই আমাদের একমাত্র পথ বলে তিনি মন্তব্য করলেন ।তিনি বললেন, আমাদের সমবায় ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হতে হবে ।সেখানে আমাদেরই সম্মিলিত টাকা গচ্ছিত থাকবে। আমরাই সেখান থেকে সুদ দিয়ে টাকা ধার পাব ।সেই টাকা আমাদেরই ব্যবসায়, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজনে লাগবে ।এই স্বাবলম্বী হওয়ার পথ একইসঙ্গে সম্মানজনক এবং সম্ভাবনাময়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার সমবায় রচনায় জানাচ্ছেন।

'দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতগুলি পল্লী নিয়ে একটি মন্ডলী স্থাপন করা দরকার। সেই মন্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মন্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে, তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে ।নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা সমবেত পণ্য ভান্ডার ও ব্যাংক স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য এবং উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও

ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কিভাবে সমাজ গড়ে তুলতে হবে এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।' (২)

ভারতে প্রথম সফল সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন তাঁর ই হাতে। আসলে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন দেশ তার ভেতর থেকে জেগে উঠুক ।একটা আত্মনির্ভরতা, একটা আত্মবিশ্বাস দেশের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তাই বারবার দেশের উন্নতির জন্য ব্যক্তির চরিত্রের উন্নতি অনেক বেশি জরুরি বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

'আমাদের শাস্ত্রে বলে ছয়টি রিপুর কথা -কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য ।তাকেই রিপু বলে যাতে আত্মবিস্মৃতি আনে ।এমনি করে নিজেকে হারানোই মানুষের সর্বনাশ করে ।এই ছয়টি রিপুর মধ্যে চতুর্থটির নাম মোহ ।সে অন্ধতা আনে। দেশের চিত্তে অসাড়তা আনে। তার প্রাণে নির্ধারণ করে দেয় তার আত্মকর্তৃত্ব কে। মানব স্বভাবের মূলে যে সহজাত শক্তি আছে তার প্রতি বিশ্বাস সে ভুলিয়ে দেয়। এই বিহ্বলতার নামই মোহ।আর এই মোহেরই উল্টো হচ্ছে মদ-- অহংকারের মত্ততা । মোহ আমাদের আত্মশক্তিতে বিস্মৃতি আনে। আমরা যা তার চেয়ে নিজেকে হীন করে দেখি। আর গর্ব সে আপনাকে অসত্য ভাবে বড় করে তোলে। এ জগতে অনেক অভ্যুদয়শালী মহা জাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে ।স্পর্ধার বেগে তারা সত্যের সীমা লংঘন করেছে। আমাদের মরণ কিন্তু উল্টো পথে-- আমাদের আচ্ছন্ন করেছে অবসাদের কুয়াশায় ।...'(৩)

এই বক্তব্য এমনই, তা মানুষের ব্যক্তি চরিত্রের উন্নতির জন্য নাকি দেশের উন্নতির জন্য তা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি যায়। আসলে দেশ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বতন্ত্র কোন বস্তু ছিল না। দেশ জেগে থাকে মানুষের আত্মচেতনার উপরে, সম্মিলিতভাবে বেঁচে থাকার মানসিকতার উপরে, দশের কল্যাণের জন্য নিজের কর্তব্য কে উৎসর্গ করার উপরে। এসব তখনই সম্ভব যখন মানুষের আত্মচরিত্রের উন্নতি ঘটে ।সেই উন্নতি ব্যতিরেকে দেশের মঙ্গল সাধন অসম্ভব। স্বাধীনতা মানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় ।স্বাধীনতা মানে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা।সেই স্বাধীনতা যতদিন আমাদের করায়ত্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানুষের কোন স্থায়ী সমস্যার সমাধান করতে পারবে না ।এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। আর তাই আমরা দেখতে পাই ,রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় গানে বার বার এক আত্মিক উন্নতির কথা বলা হয়েছে ।গীতবিতানের দিকে তাকালে আমরা দেখব ,যেগুলি স্বদেশ পর্যায়ের গান ,দেশের কথা, জনগণের কথা, সমষ্টির কথাই সেখানে কেবলমাত্র থাকার কথা ছিল ।কিন্তু তার পাশাপাশি সেখানে এমন অনেক

গান রয়েছে যা কেবলমাত্র ব্যক্তিচরিত্রের উন্নতির কথা বলে ।আমরা এমন দুই একটি রচনা কথা স্মরণ করতে পারি ।একটি গানে আমরা পাচ্ছি,

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া ভেঙে পড়িস না রে (৪)

এ গান স্বদেশ পর্যায়ের গান। কিন্তু সরাসরি এই গান আমাদের ব্যক্তি চরিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

আমি ভয় করব না ভয় করব না

দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না তরীখানা বাড়িতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরবো না
কান্নাকাটি ধরবো না (৫)

এই গানে রবীন্দ্রনাথ যে অভয়, যে আশ্বাস বাণী আমাদের শোনাচ্ছেন তা আমাদের উদ্দীপিত করে। ব্যক্তিজীবনে প্রতিমুহূর্তে দুর্বলতা, অবসাদ, ব্যক্তিত্বহীনতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব আমাদের গ্রাস করছে। আমরা দেশের উন্নতির জন্য হাহাকার করছি ।দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেই স্বাধীনতা কোন কাঠামোর উপরে দাঁড়াবে তার নির্মাণের জন্য কোন চেষ্টা করছি না। তার জন্য ভাবছি না আমরা। কোথাও স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না ।এই মানসিকতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এইখান থেকে আমাদের সরে আসতে বলেছিলেন।

নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে
পাষাণ সমান আছে পড়ে প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে ওরে মন হবেই হবে (৬)

এই গানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই আশ্বাসের কথাই বারবার শোনাচ্ছেন। আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার উচ্চারণ করছেন। এই আত্মবিশ্বাস দেশের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি ।আবার এর পাশাপাশি একেবারে দেশের জন্য আহ্বানের গানও রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ওই ডেকেছে কে
সেই গভীর স্বরে উদাস করে আর কে কারে ধরে রাখে (৭)

আজ স্বাধীনতা অনেকগুলি বছর অতিক্রান্ত করেছে। স্বাধীনতার পর আমরা আজ ৭৫ টি বছর পেরিয়েছি। এই সময় এসে যখন পিছন ফিরে চাই তখন একটা আত্মমূল্যায়নের প্রয়োজন বড় জরুরি হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের চাওয়া স্বাধীনতা সত্যিই আমরা পেয়েছি কিনা সে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় ।সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবশশর্বরী
রাখে নাই বসুধারে খন্ড ক্ষুদ্র করি...(৮)

এইরকম একটি স্বাধীনতায় আমাদের যাবার কথা ছিল। আমরা সেখানে পৌঁছতে পারিনি আজও আজও ভীত সন্ত্রস্ত আমরা ।আজও পরাধীন। আমরা আজও নির্ভয়ে বাক্য উচ্চারণ করতে পারিনা। শত সহস্র শঙ্কা ,অনিশ্চয়তা নিরাপত্তাহীনতা আমাদের ঘিরে রেখেছে। অজস্র অদৃশ্য চোখ, কান আমাদের ঘিরে রেখে প্রতিদিনের অস্তিত্বকে সংকটময় করে তুলছে। দারিদ্র এখনো আমাদের ছেড়ে যায়নি। অনাহার এখনো আমাদের কিছু ধাওয়া করে। শিক্ষা এখনো সর্বত্র পৌঁছতে পারেনি। এখনো শিক্ষার অভাবে মানুষ বঞ্চিত

হয়। শোষিত হয়। অত্যাচারিত হয়। জাতের অন্ধতা আমাদের এখনো হানাহানির দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্তে মিথ্যা করে দেয়। স্বাধীনতার অর্থ ঝাপসা হয়ে যায়। প্রশ্ন জাগে মনে, এরই জন্য এত কিছু!

ঠিক এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের বাণী সত্য হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার অস্তিত্বহীনতারই কারণে এত অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের মূল কারণ শিক্ষার অভাব, যথার্থ শিক্ষা এখনো সর্বত্র পৌঁছায়নি।চেতনা আমাদের এখনো জাগেনি। তাই অন্ধকার আমাদের ছেড়ে যায়নি। আত্মবিশ্বাস এর অভাব আমাদের তিলে তিলে সর্বনাশ করে চলেছে। তাই আত্মবিশ্বাসের আজ বড় প্রয়োজন। দেশের উন্নতি সেই ব্যক্তি উন্নতির উপরে নির্ভরশীল যা আত্মবিশ্বাস থেকে আসে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

আপনি অবশ হলি ।
তবে বল দিবি তুই কারে! (৯)

এ কথা সত্য। বলিষ্ঠতার অভাব আমাদের সর্বনাশ করে চলেছে। শুধু বল অর্জন নয়, বল সঞ্চারেরও প্রয়োজন ।দরিদ্রের মাঝখানে, অসহায়ের মাঝখানে সেই বল কে সঞ্চারিত করে দেওয়ার দরকার ।যে ভয় আমাদের প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে বেড়াচ্ছে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। তাই

নাই নাই ভয় হবে হবে জয়
খুলে যাবে এই দ্বার (১০)

এই অভয় বাণী দেশের পক্ষে যেমন দরকার আমাদের ব্যক্তিচরিত্রের পক্ষেও ঠিক তেমনি দরকার। রবীন্দ্রনাথ না শোনালে স্বাধীনতার অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার হতো না। দেশ বাইরে কোথাও নেই ।দেশ আছে আমাদের অন্তরের অনুভবে। সেই অনুভবের জায়গাটা সত্য না হলে দেশ কখনো সত্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাই সমবায়ের কথা শুধু আর্থিক উন্নতির কথা বলে না আত্মিক উন্নতির কথা বলে ।আত্ম সম্মানের উন্নতির কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের দেশভাবনা অলীক কবিকল্পনা নয় ।সেই দেশ অনেক বেশি বাস্তব।আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সেই সত্যকে মেনে নিতে শিখিনি ।সেই সত্যের কাছে পৌঁছোতে শিখিনি। আমরা সেই সত্য থেকে এখনো অনেক অনেক দূরে রয়ে গেলাম। আমাদের পৌঁছবার পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে উঠছে। তবুও এই আশা রাখতেই হবে, একদিন আমরা সেখানে পৌঁছবো।

নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে
ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে ওরে মন হবেই হবে।(১১)

আর মনে রাখতে হবে আরেকটি উপদেশ,

দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু
চাহিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু
মান পেতে চাও প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে করো দান। ...(১২)

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৫৬
২. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, সমবায় ২, সমবায়নীতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড ১৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩১৯
৩. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর,দেশের কাজ, পল্লী প্রকৃতি ,রবীন্দ্র রচনাবলী খন্ড ১৪ বিশ্বভারতী কলকাতা ১৪০২ বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠা ৩৬৭
৪. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৬
৫. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৬
৬.রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৬
৭. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৭
৮. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, নৈবেদ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড ৪,বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৯৯
৯. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৬
১০. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৮
১১.রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৬
১২. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮১৯

গ্রন্থঋণ:

১.রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
২. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, সমবায় ২, সমবায়নীতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড ১৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
৩. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর,দেশের কাজ, পল্লী প্রকৃতি ,রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড ১৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
৪. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, নৈবেদ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড ৪ ,বিশ্বভারতী , কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ